দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

আর্থিক স্বাধীনতা নেই পিএসসির!

সাইদুর রহমান ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ইং ০০:০০ মিঃ

আর্থিক স্বাধীনতা নেই বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)। ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি থাকলেও খরচ করার স্বাধীনতা পায়নি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। আর্থিক স্বাধীনতার অভাবই পিএসসির গতিশীলতার প্রধান বাধা বলে মনে করছে পিএসসি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্তদের চাহিদা অনুযায়ী সম্মানী না দিতে পারার কারণে প্রশ্নের মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও আর্থিক স্বাধীনতা নেই। নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে কোথায়, কাকে, কত সম্মানী দিতে হবে সেই স্বাধীনতাটুকু পিএসসির নেই, যা নির্বাচন কমিশনের আছে। আর্থিক এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ মন্ত্রণালয়কে এ সহযোগিতার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছি।

পিএসসি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নির্বাচনী কাজে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট স্বাধীন হলেও পিএসসির ক্ষেত্রে ভিন্ন। কোন খাতে কত, কাকে কত সম্মানী দেওয়া হচ্ছে তাও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ছাড়া অর্থ ছাড় পায় না সংস্থাটি। কমিশনের জন্য যে নির্ধারিত বাজেট রয়েছে তাও ব্যয়ের স্বাধীনতা নেই। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অগ্রিম অনুমতি নিতে হয়। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (ইউপিএসসি) যথেষ্ট আর্থিক স্বাধীনতা রয়েছে। এমনকি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা এখনও সংগতিপূর্ণ নয়। যদিও এই দুই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়কে সংবিধানে 'চার্জড এক্সপেন্ডিচার' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আর্থিক স্বাধীনতার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে গত ৩১ জুলাই অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদকে চিঠি দেন পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক। চিঠিতে পিএসসির চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন, 'চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিয়োগ পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ে কমিশনের স্বাধীনতা প্রয়োজন। কিন্তু কমিশনের বাজেটে কিছু ব্যয়ের খাতে (অর্থনৈতিক কোড) তারকা চিহ্নিত রয়েছে। ফলে এ ব্যয়সমূহ পুনঃউপযোজন তথা বরাদ্দকৃত অর্থ বিভাজন ও প্রয়োজনে অর্থনৈতিক কোড পরিবর্তনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হয়। যাতে কমিশনের কার্যক্রম যথাসময় ও জরুরিভিত্তিতে সম্পাদনের ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ ও জটিলতার উদ্ভব হয়। পিএসসির গৃহিত পরীক্ষাসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক, পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সম্মানী বর্তমানে কমিশনের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে সম্মানী নির্ধারণ ও অনুমোদন যদি কমিশন কর্তৃক সম্পাদন করা যায় তবে এ সকল পরীক্ষা যথাসময়ে এবং দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব। এতে কমিশনের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আসবে। নির্বাচন কমিশন ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ন্যায় পিএসসির বাজেটে উল্লিখিত তারকা সম্বলিত অর্থনৈতিক কোডের অর্থ পুনঃউপযোজন করার লক্ষে এবং জরুরি কার্যক্রম সম্পাদনার্থে বরাদ্দকৃত বাজেটে তারকা চিহ্নিত অর্থনৈতিক কোডের তারকা চিহ্ন অবলোপন এবং পরীক্ষা গ্রহণের সময় কমিয়ে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত পরীক্ষাসমূহ পরিচালনার আরো গতিশীলতা আনয়নের জন্য জাতীয় স্বার্থে নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সম্মানী নির্ধারণে এবং অনুমোদনে কমিশনকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।'

আয়ের চেয়ে ব্যয় কম করে পিএসসি

পিএসসি পরীক্ষার ফি হিসেবে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে যে অর্থ পেয়ে থাকে তার চেয়ে অনেক কম অর্থ পরীক্ষা পরিচালনায় ব্যয় করে থাকে। কমিশন পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে ফি বাবদ অর্থ আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা হয়। কিন্তু পিএসসি

কর্তৃপক্ষের ওই অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা নেই। সরকার কর্তৃক বাতসরিক বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা কমিশন পরীক্ষা পরিচালনাসহ তার অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পিএসসির আয় ৪৪ কোটি ৮১ লাখ টাকা। ওই বছরে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আয় ২১ কোটি ১৬ লাখ, ব্যয় ৮ কোটি ৩৪ লাখ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে আয় ১৮ কোটি ৫৮ লাখ টাকা, ব্যয় ৯ কোটি ১১ লাখ টাকা। ২০১১-১২ অর্থ বছরে আয় ১০ কোটি ৪৭ লাখ টাকা অথচ ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকা।

পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন ইত্তেফাককে বলেন, 'পিএসসির পরীক্ষার খাতা যে সম্মানিত পরীক্ষকরা দেখেন তারা খাতা বাড়িতে নিয়ে যান এবং সেখানে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় একজন পরীক্ষকও যদি খাতা সময়মতো না দেন তাহলে পুরো পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করতে বিলম্ব হয়। আমরা যদি সম্মানি বাড়াতে পারতাম তাহলে তারাই হয়তো এসে পিএসসিতে খাতা দেখতেন। তাহলে এটি আরও ত্বরান্বিত হতো।'

পিএসসির আর্থিক স্বাধীনতার বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান ইত্তেফাককে বলেন, 'আইন ও বিধি মেনে সব প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়। আর্থিক শৃঙ্খলার কারণে চাইলেই কেউ ব্যয় করতে পারে না। তবে পিএসসির কাজের গতিশীলতার জন্য সুর্নিদিষ্ট কোনো প্রস্তাব এলে মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে'।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত